মিশকাতুল মাসাবীহ (মিশকাত)

হাদিস নাম্বারঃ ৬২১৪

পর্ব-৩০: মান-মর্যাদা (كتاب المناقب)

পরিচ্ছেদঃ প্রথম অনুচ্ছেদ - সমষ্টিগতভাবে মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য

الفصل الاول (بَاب جَامع المناقب)

আরবী

وَعَن عَائِذ بن عَمْرو أَن أَبَا سُفْيَان أَتَى عَلَى سَلْمَانَ وَصُهَيْبٍ وَبِلَالٍ فِي نَفَرٍ فَقَالُوا: مَا أَخَذَتْ سُيُوفُ اللَّهِ مِنْ عُنُقِ عَدُوِّ اللَّهِ مَأْخَذَهَا. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَتَقُولُونَ هَذَا لِشَيْخِ قُرَيْشٍ وَسَيِّدِهِمْ؟ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ: يَا أَبَا بَكْرٍ لَعَلَّكَ أَغْضَبْتَهُمْ لَئِنْ كُنْتَ أَغْضَبْتَهُمْ لَقَدْ أَغْضَبْتَ رَبَّكَ فَأَتَاهُمْ فَقَالَ: يَا إِخْوَتَاهْ أَغْضَبْتُكُمْ قَالُوا: لَا يَغْفِرُ اللَّهُ لَكَ يَا أَخِي. رَوَاهُ مُسلم

رواه مسلم (170 / 2504)، (6412) ـ
(صَحِيح)

বাংলা

৬২১৪-[১৯] ’আয়িয ইবনু ’আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। একদিন আবূ সুফইয়ান (রাঃ), সালমান, সুহায়ব ও বিলাল (রাঃ) প্রমুখের সামনে দিয়ে অতিক্রম করলেন। এ সময় তাঁরা বললেন, আল্লাহর তলোয়ার কি এখনো আল্লাহর এ শত্রুর ঘাড়টি উড়িয়ে দেইনি? তখন আবূ (রাঃ) সিদ্দীক বললেন, তোমরা কি কুরায়শদের দলপতি এবং তাদের নেতা সম্পর্কে এরূপ উক্তি করছ? অতঃপর তিনি নবী (সা.) -এর কাছে এসে তাঁকেও অবগত করলেন। তাঁর কথা শুনে নবী (সা.) বললেন, হে আবূ বকর! তুমি সম্ভবত তাদের মনে দুঃখ দিয়েছ। তাদের মনে যদি তুমি দুঃখ দিয়ে থাক, তাহলে নিশ্চয় তুমি তোমার প্রভুকে অসন্তুষ্ট করেছ। এ কথা শুনে আবূ বকর সিদ্দীক (রাঃ) সালমান ও তাঁর সঙ্গীদের কাছে এসে বললেন, হে আমার ভাইসব! আমি তোমাদের মনে ব্যথা দিয়েছি। জবাবে তারা বললেন, হে আমাদের ভাই! আমাদের মনে কোন দুঃখ-ব্যথা নেই। আল্লাহ তা’আলা আপনাকে ক্ষমা করুন। (মুসলিম)

ফুটনোট

সহীহ মুসলিম ১৭০-(২৫০৪), সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ৩১৯৪।

ব্যাখ্যা

ব্যাখ্যা: ইমাম নবাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, আবূ সুফইয়ান সে সময় কাফির অবস্থায় হুদনাহ নামক জায়গায় এসেছিল। আর তা ছিল হুদায়বিয়াহ্ সন্ধির পরে।
হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) আবূ বাকর (রাঃ)-কে বললেন, তুমি যদি তাদেরকে রাগান্বিত করে থাকো তাহলে তুমি তোমার প্রতিপালককে রাগান্বিত করেছ।
এ কথা বলার কারণ হলো, যেহেতু তারা মু'মিন এবং আল্লাহকে ভালোবাসে আর আল্লাহও তাদেরকে ভালোবাসেন। তাই তাদেরকে রাগান্বিত করলে আল্লাহকে রাগান্বিত করা হবে।
তাছাড়াও এদিক থেকে তুমি কাফিরের বিষয়টিকে গুরুত্ব দিচ্ছ।
মিরকাতুল মাফাতীহ প্রণেতা সুহায়ব (রাঃ) সম্পর্কে বলেন, তিনি হলেন আবদুল্লাহ ইবনু জাদ'আন আত্ তা'মিমী (রাঃ)-এর আযাদকৃত দাস সুহায়ব ইবনু সিনান। তার কুনিয়াত হলো আবূ ইয়াহইয়া। আর বাড়ি ছিল টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর মাঝে মুসল এলাকায়। রোমের লোকেরা আকস্মিক তাদের এলাকায় আক্রমণ করে এবং ছোট অবস্থায় তাকে বন্দি করে নিয়ে যায়, তখন তিনি রোমেই লালিত-পালিত হন। তারপর কালব নামক এক ব্যক্তি তাকে ক্রয় করে মক্কায় নিয়ে আসেন। আবদুল্লাহ ইবনু জাদ'আন তাকে ক্রয় করে আযাদ করে দেন। তারপর মৃত্যু পর্যন্ত তিনি তার সাথেই থেকে যান।
কেউ কেউ বলে থাকেন যে, তিনি রোমে বড় হয়েছেন। যখন তিনি বুঝতে শিখলেন তখন সেখান থেকে পালিয়ে মক্কায় চলে আসেন। তারপর তিনি আবদুল্লাহ ইবনু জাদ’আন-এর সাথে মৈত্রি চুক্তিতে আবদ্ধ হন। তিনি মক্কায় নুবুওয়্যাতের প্রথম দিকেই ইসলাম গ্রহণ করেন।
কেউ কেউ বলেন, তিনি এবং ‘আম্মার ইবনু ইয়াসীর একই দিনে ইসলাম গ্রহণ করেন। যখন তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) দারুল আরক্কামে ছিলেন। তিনি ছিলেন ঐ সকল লোকেদের অন্যতম ইসলাম গ্রহণ করার কারণে যাদের সহ্য করতে হয়েছে অমানুষিক নির্যাতন। তিনি ৮০ হিজরীতে মদীনায় মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৯০ বছর। তার থেকে অনেক লোক হাদীস বর্ণনা। করেছেন। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)
শারহুন্ নাবাবী গ্রন্থে কাযী ‘ইয়ায (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, আবূ বাকর (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি এভাবে দু'আ করতে নিষেধ করেছেন। যেমন, তারা বলেছেন (لا يغفر الله لك)অর্থাৎ না, আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন। বরং আবূ বাকর (রাঃ) শিখিয়েছেন যে, তোমরা এভাবে বল (عَافَاكَ اللهُ)অথবা (رَحِمَكَ اللهُ) ইত্যাদি। তিনি এখানে বুঝিয়েছেন যে, তোমরা দু'আ করার ক্ষেত্রে নেতিবাচক শব্দ ব্যবহার করো না। (শারহুন নাবাবী ১৬শ খণ্ড, ৫৬ পৃ., হা. ২৫০৪)

হাদিসের মান: সহিহ (Sahih) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ হাদিস একাডেমি বর্ণনাকারীঃ আয়েয ইবনে আমর (রাঃ)

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=86190

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন